5. সার্জেন্ট রিপোর্ট-এর প্রধান সুপারিশগুলি উল্লেখ করো। (Mention the main recommendations of Sargent Report.)

Ans. বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার বহুমুখী দিক সম্পর্কে কমিটি বিভিন্ন সুপারিশ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা (Primary Education)

1. 3-6 বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের জন্য পৃথক নার্সারি স্কুল স্থাপন করা হবে। একই সঙ্গে প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে নার্সারি শ্রেণিও খোলা হবে।
2. এই শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক হবে, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়।
3. এই স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা এবং শিক্ষার লক্ষ্য হবে স্বাভাবিক উপায়ে সামাজিক আচরণ বিধির সঙ্গে পরিচিত।
4. 6 থেকে 14 বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। এই শিক্ষা স্তর দুটি পর্যায়ে বিভক্ত হবে। 6 থেকে 11 বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্ন বুনিয়াদি এবং 11 থেকে 14 বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ বুনিয়াদি স্তর। এই স্তরে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতি গৃহীত হলেও শিশুর শিল্প থেকে শিক্ষার ব্যয় বহনের নীতি স্বীকৃত হয়নি।
5. সার্জেন্ট কমিটি রিপোর্ট বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনাকে কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে গ্রহণ করেছেন। যেমন বুনিয়াদি শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি গৃহীত হলেও জন সার্জেন্ট আর্থিক স্বনির্ভরতার যুক্তিটি অনুমোদন করেননি।
6. মাতৃভাষার মাধ্যমে, বাস্তব ও কর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার উপর কমিটি গুরুত্ব আরোপ করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা (Secondary Education)

মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সার্জেন্ট কমিটির সুপারিশ—

1. উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষা হবে 6 বছর ব্যাপী। ছাত্রদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে। শিক্ষার্থীদের উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সাধারণ বয়স 11 বছর হওয়া চাই। যেসমস্ত ছাত্র উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সকল সুযোগসুবিধার সদ্ব্যবহার করতে পারবে একমাত্র তাদেরই উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা উচিত।
2. শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। তবে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে অধ্যয়ন করতে হবে।
3. মাধ্যমিক শিক্ষা হবে দু-রকমের—বিশুদ্ধ কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একাডেমিক হাইস্কুল এবং ফলিত বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য শিক্ষার জন্য টেকনিক্যাল হাইস্কুল।
4. মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব নয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই শিক্ষার পর অধিকাংশ ছাত্র যাতে সমাজে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে সেইদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এজন্য দুই ধরনের শিক্ষার জন্য পৃথক পৃথক পাঠ্যসূচিও নির্ধারিত হয়।

Scanned with CamScanner

উচ্চশিক্ষা (Higher Education)

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মাপকাঠি প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল হওয়ায়, বহু আবিষ্কৃত ও অনুপযুক্ত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভিড় জমাবার সুযোগ পায়। অন্যদিকে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য বহু দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এইসব দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার কোনো ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তার তুলনা বিশ্বের কোনো দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। তাই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নয়নের জন্য তথা উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হয়েছে।

1. কেবল মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থীরাই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে। দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। দুস্থ মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করতে হবে।
2. মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে শতকরা 10-15 জন শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ থাকবে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের ফলে এ কাজ সহজতর হবে। ইন্টারমিডিয়েট বলে কিছু থাকবে না, এর এক বছর উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে, আর-এক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হবে।
3. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজে থাকবে 3 বছরের ডিগ্রি কোর্স।
4. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে সৌহার্দ্যপূর্ণ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য টিউটোরিয়াল ব্যবস্থাকে ব্যাপকতর করতে হবে।
5. স্নাতকোত্তর স্তরে থাকবে উচ্চমানের গবেষণাধর্মী শিক্ষা।
6. বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধনের জন্য ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিটির অনুকরণে একটি সর্বভারতীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
7. অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধি না করলে এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা না দিলে, যোগ্য ব্যক্তিরা অধ্যাপনার কাজে যোগ দেবেন না। তাই অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে এবং চাকরির অন্যান্য সুযোগ দিতে হবে।

বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা (Vocational and Technical Education)

বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে উড অ্যাবট রিপোর্টের পর্যালোচনা করে বাস্তব প্রয়োজন বিচার করে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাকে 4টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

1. কারিগরি ও শিল্প বাণিজ্য স্তরে স্নাতকোত্তর কোর্স। এখানে জাতীয় প্রতিনিধি স্থানীয় পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য মেধাবী ছাত্ররা উচ্চশিক্ষা লাভ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষার কারিগরি কলেজে এই ব্যবস্থা চালু থাকবে।
2. হায়ার টেকনিক্যাল স্কুল। এখানে স্কোরম্যান, চার্জম্যান ও অন্যান্য অফিসাররা পড়াশোনা করে বিশেষ ডিপ্লোমা লাভ করবেন।

Scanned with CamScanner

3. 6 বছরের টেকনিক্যাল স্কুল। নিম্নবুনিয়াদি স্তরের পর শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হতে পারবে।
4. নিম্ন কারিগরি বা ট্রেড স্কুল। এখানে দু-বছরের কোর্স-এ উচ্চ বুনিয়াদি শিক্ষা সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবে এবং পড়াশোনা করতে পারবে। এই শিক্ষালয়গুলির উদ্দেশ্য হবে শিল্প সংস্থার জন্য দক্ষ কর্মী সৃষ্টি করা।

বয়স্ক শিক্ষা (Adult Education)

সার্জেন্ট কমিটি বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে অনুমান করেন যে দেশে তখন নিরক্ষর জনসংখ্যা প্রায় 9 কোটির মতো। শিক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি ব্যক্তিকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করার জন্য কমিটি প্রথাগত শিক্ষার বাইরে একটি শিক্ষা প্রকল্প গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেন। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় তাই বলা হয়েছে—

1. বয়স্ক শিক্ষার লক্ষ্য হবে দেশের প্রত্যেককে সুযোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলা। এই শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে।
2. 10 থেকে 40 বছর বয়স্ক ব্যক্তিরা শিক্ষার সুযোগ পাবেন।
3. 10 থেকে 16 বছর বয়স্কদের দিনের বেলায় পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
4. 25 বা তার কম বয়স্কদের নিয়ে এক একটা শ্রেণি গঠিত হবে।
5. মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
6. বয়স্কদের শিক্ষার পরিবেশকে আনন্দময় এবং মনোগ্রাহী করে তোলার জন্য ছবি, চার্ট, ম্যাজিক লণ্ঠন, গ্রামোফোন, রেডিয়ো, লোকসংগীত, নৃত্য, চলচ্চিত্র ইত্যাদির সাহায্যে পাঠগ্রহণ ও পরিবেশন পরিচালিত হবে।
7. বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে সমাজসেবী সংস্থাগুলিকে।
8. এ ছাড়া দেশে শিক্ষা প্রসারের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ (Teachers' Education)

সুপারিশে বলা হয়েছে, স্কুলগুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এই পরিকল্পনায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের প্রশিক্ষণের সুপারিশ ছিল। প্রাক্‌বুনিয়াদি স্কুলের 30 জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক এবং উচ্চ বুনিয়াদিতে 20 জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা ছিল। তাই শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ খুলতে হবে। তা ছাড়া নতুন নতুন শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্নাতক নন এমন শিক্ষকদের জন্য 3 ধরনের শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। এগুলিতে প্রাক্‌প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং হাইস্কুলে স্নাতক নন এমন শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ লাভ করবেন। এ ছাড়া, কর্মরত শিক্ষকদের জন্য রিফ্রেসার কোর্স চালু করতে হবে; এরই সঙ্গে কমিটি শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির কথাও উল্লেখ করেছেন।

Scanned with CamScanner

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা (Handicapped Education)

সার্জেন্ট রিপোর্টে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে—

বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পৃথক পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেমন—মূক ও বধিরদের জন্য বিদ্যালয়, অন্ধদের জন্য স্কুল, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের জন্য স্কুল। এইসব স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব ভারত সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসার দায়িত্বও সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার শেষে প্রতিবন্ধীদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

কর্মসংস্থান (Employment)

সার্জেন্ট পরিকল্পনায় শিক্ষিত জনগণের কর্মসংস্থানের ব্যাপারেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার শেষে শিক্ষার্থীরা যদি চাকরি না পায় তাহলে তাদের আগ্রহ কমে যাবে। সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষা শেষে কর্মলাভের সুযোগ পায় সেজন্য কর্মসংস্থান কেন্দ্র (Employment Exchange) স্থাপন করতে হবে।

কারিগরি শাখায় শিক্ষারত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালেই বিভিন্ন উৎপাদন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। এই ব্যবস্থায় তারা একদিকে যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হবে, তেমনি শিক্ষার শেষে তাদের পক্ষে কাজ খুঁজে পাওয়াও সহজ হবে।

স্বাস্থ্যশিক্ষা (Health Education)

কমিটি ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করেন। সুপারিশে বলা হয়, শিক্ষার শুরুতেই শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। পরে বুনিয়াদি ও মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক কোর্সের শেষে তিনবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব মেডিক্যাল রিপোর্ট শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক পরিচয় লিপির অঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের যেমন সতর্ক থাকতে হবে তেমনি সরকারকে রোগমুক্তির জন্য সদাসর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। সরকারকে উপযুক্ত ক্লিনিকের ব্যবস্থা করতে হবে।

সহপাঠক্রমিক ব্যবস্থা

প্রথাগত পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে অবসর বিনোদনমূলক আমোদ-প্রমোদ ও সামাজিক কাজের ব্যাপক আয়োজন করতে হবে। স্কুলে লোকনৃত্য, খেলাধুলা, ছবি আঁকা ইত্যাদি কার্যাবলি পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অবসর যাপনের সৃষ্টি করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে এইসব কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি হিসেবে গঠনমূলক সামাজিক কাজকে নির্বাচন করতে হবে। দেশে সমস্ত তরুণ-তরুণীদের নিয়ে যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, তরুণ-তরুণীদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণে শিক্ষা দিতে হবে। খেলাধুলার অনুষ্ঠান, আন্তঃ

Scanned with CamScanner

বিদ্যালয় প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, দলবদ্ধ ভ্রমণ, নাটক প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মতো সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি যুব আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

শিক্ষা প্রশাসন

কমিটির শিক্ষাপ্রশাসন সম্পর্কিত সুপারিশগুলি হল—সর্বভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী শিক্ষা বিভাগ গড়ে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সংস্থার ক্ষমতা অনেক বেশি বাড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরের শিক্ষার পরিচালনা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হবে। জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে থাকবে প্রশাসনিক সহযোগিতা। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ও কারিগরি শিক্ষার পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। শিক্ষার অন্যান্য অংশের পরিচালনার দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির হাতে থাকবে।

দেশের শিক্ষার ব্যাপারে সাধারণ জনগণের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য তাদেরকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। শিক্ষার প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য স্কুল কমিটি, স্কুলবোর্ড ও স্কুল পরিদর্শকরা, সাধারণ মানুষ ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করতে হবে।

Scanned with CamScanner